ঘোষণা ও কর্মসূচি

জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি আন্দোলন

(খসড়া)

ঘোষণা ও কর্মসূচি

প্রকাশক
জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি আন্দোলন

অস্থায়ী কার্যালয়
রাবেয়া কমপ্লেক্স, ৩৩/খ, প্রধান সড়ক নং ১
মিরপুর ১০ নম্বর গোল চক্কর
মোবাইল: ০১৩১০-৯০৪৪১৯
ইমেইল: necmbd@gmail.com

প্রকাশকাল
মার্চ ২০২৫

মুদ্রণে
মাটি আর মানুষ

শুভেচ্ছা মূল্য: ১০/-

জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি আন্দোলন
ঘোষণা ও কর্মসূচি

শিক্ষা.
একটি যুগোপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার আকাঙ্খা আমাদের মধ্যে বিরাজমান। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সারা দুনিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি যখন নুতন আঙ্গিকে ঢেলে সাজাচ্ছে, সে সময়ে নৈরাজ্য আর অরাজকতায় পরিপূর্ণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতি। সমাজের সচেতন মহল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তো বটেই, বর্তমানেও ঘটে যাওয়া নানা অনাকাঙ্খিত অস্থির ঘটনাবলী শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্যতাকে প্রকাশ করেছে জাতির সামনে।

দেশে শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বন্ধাত্ব্য অস্থিরতা বিরাজমান। উন্নত ও দক্ষ জাতি গঠন- শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানোন্নয়ন ছাড়া অসম্ভব। জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি আন্দোলন বিরাজমান পরিস্থিতিতে নিম্নোক্ত ঘোষণা ও কর্মসূচি জাতির সামনে তুলে ধরতে চায়। নির্দলীয় নিরেপক্ষ অবস্থান হতে চিন্তা ও চর্চাকে প্রাধান্য দিয়ে বায়ান্নে'র চেতনায় একাত্তরে'র মুল্যবোধকে ধারণ করে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকসহ আপামর জনগণের একটি ঐক্যবদ্ধ সম্মিলন সৃষ্টিই এই সংগঠনের মূল আকাঙ্খা।

১৯৪৮ সাল থেকে ভাষা শিক্ষা স্বায়ত্তশাসন স্বাধিকার নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলনের পরিণতিতে ১৯৭১ সালে সংঘটিত হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে অব্যাহত নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের চুড়ান্ত স্তর ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ। ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মদান ও দুই লক্ষাধিক নারীর অপরিসীম ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে নয় মাসের ওই যুদ্ধের ফসল স্বরূপ জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ এসবের ভিত্তি হিসেবে কাজ করলেও, পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত তেইশ

বছরের সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে এ ভূখণ্ডের অন্য সকল জাতিসত্বার অংশগ্রহণও ছিল ব্যাপক। তাই ১৯৭২ সালে গৃহীত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান, কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও হয়ে ওঠে সমগ্র জাতির আশা আকাঙ্খার প্রতীক। যেখানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রণীত আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের জনগণের জন্য- সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গিকার করা হয়, তা বাহাত্তরের সংবিধানে প্রতিফলিত হয়েছে। উন্নতির দিকে ধাবিত করার সুযোগ আসলেও, মুখ্যত শাসকশ্রেণির দুর্বলতায় তা কাজে লাগানো যায়নি। সঙ্গত কারণেই গড়ে ওঠেনি সর্বজনীন গণমূখী বিজ্ঞানভিত্তিক একই ধারার শিক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবস্থা।

সংস্কৃতি :

সংস্কৃতি মানব সমাজকে অন্যান্য জীবজগৎ হতে আলাদা করে উন্নত স্তরে স্থান দিয়েছে। বাঙালির সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে হাজার বছর ধরে। ভাষা, শিক্ষা, অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক, বিনোদনকে ঘিরে বাঙালির সাংস্কৃতিক বলয়। যা ঐতিহ্যগত ভাবে অসাম্প্রদায়িক ও শান্তিকামী। এদেশের আবহমান সংস্কৃতি বাঙালীকে অসাম্প্রদায়িক ও পরমতসহিষ্ণু করে তুলেছে। এদেশের কবির উচ্চারণ 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' উদার মানবিক সংস্কৃতিকে বৃটিশ শাসনামল থেকে ধীরে ধীরে কলুষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সম্প্রদায়গত হীনম্মন্যতা, আত্মবিশ্বাসহীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, ভোগবাদী চেতনা ইত্যাদি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে একটা সুসভ্য জাতির জাতিসত্বাবোধকে বিনষ্ট করার প্রবণতা এখনও বিদ্যমান। আমাদের মধুরতম বাংলা ভাষা, আমাদের উজ্জ্বল সংস্কৃতি, আমাদের কাছে আজ গৌরবের না হয়ে ক্রমশই অস্পৃশ্য করে তোলা হচ্ছে।

বিদেশি অপসংস্কৃতির আমাদের সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে তুলছে। ফলে সমাজে বিচ্ছিন্নতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, দেশপ্রেমবোধহীনতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত পরিবেশে আমরা চেয়েছিলাম- একটি অসাম্প্রদায়িক, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন, সৎ, দেশপ্রেমিক, কুসংস্কারমুক্ত আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ে তুলতে। কোন সরকারই সেই লক্ষ্যে একটি সমন্বিত শিক্ষা-সংস্কৃতি আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এমনকি তথাকথিত বুদ্ধিজীবি মহলও এ ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করেছেন। যার ফলে আমাদের সমাজ আজ ধর্মান্ধতা, অপরাধ প্রবণতাসহ অনৈতিকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন একটি মানবিক মূল্যবোধহীন সমাজে পরিণত হচ্ছে। তাই সংস্কৃতিক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। এজন্য সর্বজনীন সংস্কৃতিচর্চার পরিবেশ গড়ে তোলার নাগরিক উদ্যোগ গ্রহণ করা আমাদের দ্বায়িত্ব এবং কর্তব্যের অধীন। সারাদেশে শিল্পকলা একাডেমি ও বিভিন্ন শিল্পকলা বিদ্যালয়কে শক্তিশালী করা, বাংলার সংস্কৃতির প্রাণ লোকসংস্কৃতিকে যথাযোগ্য পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া, কাঙ্খিত প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য সারা দেশে সম্ভাব্যক্ষেত্রে উচ্চমানের মাতৃভাষার ওপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। ইতিহাস স্বাক্ষী, ষাট ও সত্তরের দশকেতো বটেই, এ ভূখন্ডে সংস্কৃতি চর্চা বরাবরই রাজনেতিক আন্দোলনের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে। এমনকি সংস্কৃতি রাজনীতিকেও কখনো কখনো পথ দেখিয়েছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির এ বিপন্নতার কারণেই একটা উদার গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে। ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে এনে এবং সংস্কৃতিকে ধর্মের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে জাতিকে বহুধাবিভক্ত করা হচ্ছে। অসাম্প্রদায়িক বলে পরিচিত সমাজটিতে ক্রমশই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরল হয়ে পড়ছে। এমনকি মুক্ত চিন্তা ও অগ্রসর ভাবনা, এক ধরনের অপরাধ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। একটি বহুত্ববাদী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ক্রমশ কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

এই অবস্থা হতে পরিত্রাণে রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুনগত পরিবর্তন অপরিহার্য, তাতে সন্দেহ নেই। তবে, আমাদের এই নির্দলীয় উদ্যোগ নতুন

প্রজন্মের মধ্যে কাঙ্খিত শিক্ষা সংস্কৃতির চর্চা ও চিন্তার বিস্তার, ইতিবাচক ভাবে সমাজ জীবনে পড়তে বাধ্য বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এই লক্ষ্য থেকে জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি আন্দোলন যাত্রা শুরু করেছে। আমরা সর্বস্তরের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুরাগী মানুষদের এই নির্দলীয় মঞ্চে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাই।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি আন্দোলন নিম্নোক্ত বিষয়সমুহকে আশু করণীয় নির্ধারণ করেছে।

১. চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী আধুনিক যুগোপযোগী বিজ্ঞানভিত্তিক সর্বজনীন একমুখী শিক্ষানীতি জাতির জন্য অপরিহার্য। সেই উদ্দেশ্যে বর্তমান শিক্ষানীতির আধুনিকীকরণ এবং সীমাবদ্ধতা দুরীকরণ।

২. শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি শিক্ষা বিস্তারে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। শিক্ষাব্যয় পর্যায়ক্রমে হ্রাস করা। যার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষা ক্ষেত্রে ধনী দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে শিক্ষাকে সর্বজনীন করা।

৩. শিক্ষক নিয়োগে বিশেষ কমিশন গঠন করা। মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতা পেশায় উৎসাহিত করা। শিক্ষকতা পেশাকে সামাজিক মর্যাদা ও নৈতিকতার আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষকদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা।

৪. চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও দেশীয় সংস্কৃতি, মাতৃভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা। যার মূল উদ্দেশ্য হবে দেশপ্রেমিক, মানবিক, সৎ, অসাম্প্রদায়িক দক্ষ মানুষ হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা।

৫. কারিগরী শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া। কম্পিউটার ব্যবহার, কৃষি যন্ত্রপাতি, গার্মেন্ট মেশিনারি, পরিবহন, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশন, মদ্রণ,

প্যাকেজিং, নির্মাণ শিল্পসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপকভাবে কারিগরী শিক্ষার বিস্তার ঘটানো।

৬. শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে প্রাধাণ্য দেয়া। বাংলাদেশের অন্যান্য জাতিসত্বার জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের নিজ নিজ ভাষার আলোকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।

৭. ক্লাসরুম - শিক্ষক - শিক্ষার্থী - বই, এই ধারার শিক্ষাব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে গড়ে তোলা। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর পড়ার বড় ক্ষেত্র হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সকল প্রকার কোচিং গাইড বই হতে শিক্ষার্থীকে মুক্তি দেয়া।

৮. উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়া।

৯. সমাজে দেশীয় সংস্কৃতি ও খেলাধুলার প্রতি শিশু কিশোরদের উজ্জীবিত করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমি বাণিজ্যিক বা রাজনৈতিক কাজে ব্যবহৃত হতে না দেয়া।

১০. শিক্ষাখাতে জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ এবং জাতিসংঘের ইউনেস্কোর সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

১১. টেলিভিশন চ্যানেল সমুহে জলবায়ু, পরিবেশ, ট্রাফিক আইন, নৈতিকতা শিক্ষার অনুষ্ঠান প্রচার করা।

১২. সকল জেলা উপজেলায় শিল্পকলা চর্চার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। শিল্পকলার নানা ক্ষেত্রে সরকারি ও সামাজিক উদ্যোগ বৃদ্ধি করা।

১৩. ভিজুয়ালাইজেশন ব্যবহার করে বিভিন্ন স্তরে দেশীয় সংস্কৃতি ওপর কনটেন্ট তৈরি করার জন্য কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণীদের উদ্বুদ্ধ করা।

১৪. বইপড়া আন্দোলন, লাইব্রেরী আন্দোলন, ই-লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করাসহ নানা কর্মকান্ডের বিস্তার ঘটানো। জ্ঞান অর্জন ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন সুস্থ জাতি গঠন সম্ভব হয়।

১৫. শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা সরকার ও সমাজে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর যৌথ ও স্বত্বঃস্ফূর্ত সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলা।

উপরোক্ত ঘোষণা ও করণীয়কে লক্ষ্য উদ্দেশ্য হিসেবে সামনে রেখে জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি আন্দোলন দেশব্যাপী ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের সমন্বয়ে একটি দলনিরপেক্ষ ঐক্যবদ্ধ সামাজিক মঞ্চ গড়ে তুলতে আগ্রহী।

বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যে কোন ধর্ম বর্ণ পেশার জণগণ এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে দেশ জাতির কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। এ সংগঠন স্বত্বঃস্ফূর্ত ভাবে সেই আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি আন্দোলন.
ঢাকা, বাংলাদেশ।